International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.78-88
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.78-88

মুর্শিদাবাদ জেলার রূপংদেহী দোল উৎসবের রূপ- রূপান্তরে লোকঐতিহ্য হতে বর্তমান সমাজ কাঠামোর বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ ক্ষেত্রের পারস্পরিকতার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

উৎপল বিশ্বাস

গবেষক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা, ভারত

Abstract:

Among all the festivals or Parbans that are celebrated in West Bengal and in different parts of India, the Holi or Dol festival is a popular festival in all-over India. This festival is a place where related various issues like, transformation from folk tradition to religious perspective, as well as the process of secularisation and institutionalisation have emerged in this festival or Parbans from long time in the process of cultural assimilation. In other words, the Dol, or Spring festival, is not just a festival of joy, but social structure and various aspects of the daily lives of individuals are also involved with it. In this article, I want to discuss the transformation of Dol Utsav in various fields like, the peculiarities of agricultural and breeding culture, the relevance of traditional religious myths or stories, the variations of Dol Utsav in different parts of Murshidabad district and result of reciprocity between present modern social structure and the various aspects of common people in a micro-level of their everyday life. How Holi or Dol has evolved from a religious ritual to a festival, how Holi or Dol festival has influenced the process of institutionalisation and secularisation, besides discussing various aspects of social media, economic and political relations with Holi or Dol festival, and various aspects of literature, film, and social relations of human beings in their contemporary socioeconomic life.

Key Words: Folk Tradition, Spring Festivals, Cultural Assimilation, Institutionalisation, Secularisation.

ভূমিকা: বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ নানাবিধ উৎসব বা পার্বন গুলির মধ্যে রূপংদেহী দোল উৎসবের নানাবিধ রূপ- রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। হোলি বা দোল উৎসব বসন্ত ঋতুতে উদযাপিত একটি আনন্দ উৎসব বা পার্বণ, যা ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ জুড়ে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ এই আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের মোটামুটি শেষ পার্বণ হলো হোলি বা দোল উৎসব। হোলি বা দোল উৎসবটি বিভিন্ন নামে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হয় যেমন পশ্চিমবঙ্গে যা 'দোলযাত্রা', উড়িষ্যাতে তা 'দোলোৎসব', উত্তর ও মধ্য ভারতে তা 'হোলি', গোয়া এবং কঙ্কন অঞ্চলে তা 'শিমাগা', দক্ষিণ ভারতে 'মদন-দহন' বা 'কামায়ন' নামে পরিচিত। নামের বিভিন্নতা

থাকলেও উৎসব বা পার্বণের আনুষঙ্গিক উপকরণের ব্যবহার ও আনন্দ উৎসবে মানুষের সামিল হওয়ার প্রবণতার মধ্যে বৈশাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরে বিশ্বজুড়ে নানা রূপে উদযাপিত হয় দোল উৎসব। ঋতু পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণই বসন্ত বিশুব, তাই থাইল্যান্ডে- সংক্রান্, হল্যান্ডে- টিউলিপ টাইম, জাপানে- চেরি ব্লাসম ফোটার কারণে হানিমি, গ্রিসে- স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল বাকানিলিয়া, স্পেনে- লাসফায়াস, রোমানে-লুপারকানিয়া আর বাঙালি সংস্কৃতির দোল উৎসব। সুইজারল্যান্ডে স্নোম্যানের মূর্তি পোড়ানো হয় শীতের বিদায়ে।

হোলি শব্দটি একটি হিন্দি শব্দ এবং এই শব্দটি ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল থেকে আগত। সংস্কৃত শব্দ 'হোলিকা' থেকে 'হোলি' বা 'হোরি' শব্দের আগমন। শীতের বিদায়ে বর্ষশেষে নোংরা-আবর্জনা ঘুচিয়ে ফেলে পরিবেশের বাৎসরিক ধৌতিকরণ ন্যাড়াপোড়ার উৎসব কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিত্তিক। বছর শেষে শুকনো গাছের ডালপালা বেঁধে দোল পূর্ণিমার আগের রাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়, যেন পাতা ঝরা ঋতু শেষে সমস্ত আবর্জনা গ্লানি মুছে যাক, সূচি হোক ধরিত্রী সম্মিলিতভাবে সেই মোহিমিয়া অঞ্চলের মতো আমাদের কচিকাঁচারাও বলে ওঠে আজ আমাদের ন্যাড়াপোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে, বলো হরি বোল। মানুষের কামনা-বাসনার সাথে ঈশ্বরের নিবিড় সম্পর্ক শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয় অন্যান্য দেশেও লক্ষ্য করা যায়।

হোলি বা দোল উৎসবের ধর্মীয় প্রেক্ষিত: দোল উৎসবের ন্যাড়াপোড়ার সাথে পুরাণে বর্ণিত হোলিকা দহনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বৈরাচারী দৈত্য রাজা হিরণ্যকশ্যপ ছিলেন চরম বিষ্ণু বিরোধী। অন্যদিকে তার পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন পরম বিষ্ণু ভক্ত। কশ্যপ মুনির স্ত্রী দিতির দুই পুত্র দৈত্য হিরনাক্ষ ও হিরণ্যকশপের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সমগ্র দেবকুল সন্ত্রস্ত, তখন বিষ্ণু বধ করেন হিরনাক্ষকে। ভাতৃহত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হিরণ্যকশ্যপ মান্দার পর্বতে কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর আদায় করে সে দেব, দৈত্য ও দানব দ্বারা অপ্রতিরোধ্য হবে। হিরণ্যকশ্যপের রাজত্বে কেউ বিষ্ণু পূজা করলে তার মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু তার পুত্র প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণু ভক্ত হওয়ায় ছেলেকে হত্যা করতে তার বোন হোলিকার সাহায্য নেয়। হোলিকার কাছে ছিল মন্ত্রপূত মায়াজাল। প্রহ্লাদের জন্য তৈরি হলো এক বিশেষ ঘর, যেখানে হোলিকা প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করল এবং অগ্নি সংযোগের মহেন্দ্র ক্ষণে মায়াচাদরে প্রহ্লাদকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু অবশেষে বিষ্ণুর কৃপায় হোলিকা পুড়ে ছাই হলো আর প্রহ্লাদ অক্ষত রইলো। পুরানের এই হোলিকা দহনই আজকের ন্যাড়াপোড়া, হোলির ঘর জালানো অর্থাৎ অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তিকে স্বাগত জানাতে দোল বা হোলির সূচনা।

শ্রীকৃষ্ণের দোলনায় দোলা দেওয়া থেকে দোল। বৈষ্ণবমতে তিনটি বিশেষ পূর্ণিমা যেমন শ্রাবণের ঝুলনযাত্রা, কার্তিকের রাসযাত্রা ও ফাল্গুনে দোলযাত্রা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দোল বা হিন্দোলোলের অর্থ সুখ ও দুঃখের মাঝে আনন্দ খুঁজে নেওয়া। ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো চলমান জীবনে সুখ ও দুঃখের আবর্তে, বিরহ ও মিলনের তিক্ততা ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত। প্রেমের আবহে পুরুষ প্রকৃতির যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে দোলের মতো উৎসব। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টিকর্তার এই রূপ দায়বদ্ধতা, পরানের সাথে পরানের মিলনের মধ্যে দিয়েই দোলযাত্রা নামক মিলন উৎসবের সার্থকতা। বসন্ত পূর্ণিমার এই দিনেই অত্যাচারী কংসের দ্বারা কৃষ্ণ বাঁধের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ দানব কেশী নামক ভয়ানক অসুরকে মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবাহিত যমুনা নদীর কেশী ঘাটে বধ করেছিলেন কৃষ্ণ,

তাই কৃষ্ণের নাম হয় কেশব। ভগবত পুরাণ অনুযায়ী কেশী বধের আনন্দে মথুরা বাশি সেদিন দোল খেলেছিল আর সেখান থেকেই হোলি বা দোল উৎসবের সূচনা। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত গর্গসংহিতা মাদুর্গখন্ডনম বলছে শ্রীরাধার মানভঞ্জনের কারণে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে দোল উৎসব। হোলি বিহার করতে আসা কৃষ্ণের প্রতি অভিমানী রাধাকে আবির ও ফুলের প্রলেপ দিয়ে ফাগ উৎসবের ছলে মানভঞ্জন করেছিলেন কৃষ্ণ। ব্রজঙ্গনারা কর্পূর, কস্তুরী, কুমকুম রস মিশ্রিত জলপূর্ণ পাত্র দিয়ে আকাশ বাতাস রঙিয়ে দোল খেলেছিলেন সেদিন রাধা কৃষ্ণের সাথে।

হোলি বা দোল উৎসবের লোকিক ঐতিহ্যের কৃষি ও যৌন সংস্কৃতির প্রেক্ষিত: হোলি বা দোল উৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল আগুন জ্বালিয়ে গাছের ডাল বা পাতা পোড়ানো। হোলির অগ্নিসংযোগ তথা চাঁচোর উপলক্ষে জীবন্ত মেড়া বা (ভেড়া) পোড়ানোর দৃষ্টান্ত বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলেও কলা গাছ কিংবা ভেরেন্ডা গাছ পোড়ানোর ঐতিহ্য এখনো উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের চাঁচারি ও বাঁশের ঘর পোড়ানোর প্রচলন রয়েছে আগুন জ্বালানোর মধ্য দিয়ে। মানুষের কুশপুতুল কিংবা ভেড়ার প্রতীক দহন কিংবা গাছের ডাল ও পাতা পোড়ানোর সময় বিভিন্ন ফল-ফুল দিয়ে 'ভুজ্যি' নিবেদন করা হয় সেগুলি আধপোড়া অবস্থায় তুলে নিয়ে চাষযোগ্য জমিতে ছড়ানো কিংবা প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করার পরম্পরা ও বিদ্যমান রয়েছে। আবার এমনও বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে যে ওই ছাই বাড়িতে রাখলে অন্নাভাব হবে না। দোল উৎসবের আগের দিন অর্থাৎ ন্যাড়াপোড়ার এই রীতি পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল ও গাছপালা কেটে পুড়িয়ে ঝুম চাষের নিদর্শন ও ফুটে ওঠে যা দোল উৎসবকে কৃষি কেন্দ্রিক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে। দোল উৎসবের কৃষি কেন্দ্রিক নিদর্শন এর পাশাপাশি উর্বরতা কেন্দ্রিক বা যৌন সংস্কৃতির ছাপ ও লক্ষ্য করা যায়। রঙদোল বা রঙ শব্দের সঙ্গে বিলাসিতার সম্পর্ক থাকাটা অস্বাভাবিকতাকে নির্দেশ করে না তেমনি 'দোলযাত্রা' শব্দটি যখন ব্যবহৃত হয় তখন আলাদা মাত্রা বহন করে, যাত্রা শব্দের সঙ্গে 'রমন' বা 'গমনকে' সমার্থক বলে মনে করা হয়। তাহলে এই উৎসবকে নারী ও পুরুষের মিলন উৎসব হিসেবে ভাবা যেতে পারে। হোলি বা দোল উৎসব প্রকৃতপক্ষে একটি লৌকিক উৎসব, যা অনার্য সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং যৌন সম্পর্কের প্রেক্ষিতই এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়। আদিম অনার্য সংস্কৃতির বিশেষত বসন্ত ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে নতুন পাতা গজানোর আগে বন জঙ্গল যখন মুখরিত হয়ে ওঠে তখন নারী ও পুরুষরা গাছের লতাপাতা দিয়ে আভূষণ তৈরি করে পরিধান করে, বিভিন্ন ফুল ও লতার রস দিয়ে তৈরি রঙ মেখে একে অপরকে আকর্ষিত করত, তারা মনে করত প্রকৃতি যেভাবে রংবেরঙে সেজে উঠেছে ঠিক একই রকম ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনুসরণ করে নিজেদের মধ্যে মিলিত হতো। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 'বাহা' দোল উৎসবের নামান্তর। সময়ের আবর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের মিলিত হওয়ার এই অকৃত্রিম উৎসব ধর্মীয় রঙে রঙিন হয়ে দোল উৎসবে রূপান্তরিত হয়।

পদ্ধতি ও কৌশল: গবেষণাধর্মী প্রবন্ধটির প্রকৃতি গুণগত প্রকৃতির, যেখানে প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক নানাবিধ বিষয়গুলির গুণাত্মক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণাত্মক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে গৌণ উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের গুণাত্মক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত তথ্যগুলিকে বর্তমান সমাজ কাঠামোর সাথে ব্যক্তি-মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিকতার যে অসংখ্য বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, সেই বৈচিত্র্যের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলিকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, বিশেষত তথ্যচিত্র উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের

মাধ্যমে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসেবে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ, চলভাসের সাহায্যে তথ্যচিত্র ধারণ, ভিডিও রেকর্ডিং এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য নোটবুক ব্যবহার করা হয়েছে। অপরদিকে গৌণ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য নেয়া হয়েছে যেগুলি অফলাইন ও অনলাইন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার হোলি বা দোল উৎসব পালনের বিভিন্নতা: দোল উৎসব সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্নভাবে উৎযাপিত হয়। বর্তমান সময়ে অন্যান্য উৎসব বা পার্বন গুলির মধ্যে দোল উৎসবের জনপ্রিয়তা ও বৈচিত্র্য বাঙালি সংস্কৃতিকে অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার দোল উৎসবের সাথে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিক গুলির নানাবিধ সম্পর্কের প্রেক্ষিত আলোচনা করার পূর্বে এই জেলার দোল উৎসবের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। মুর্শিদাবাদ জেলার দোল পূর্ণিমায় বজরংবালি বা হনুমানজির পূজার দৃষ্টান্ত বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ সদর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলিতে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বজরংবালি বা হনুমানজীর পূজা অর্চনার এক অভিনব উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়, বিগত কয়েক বছর ধরে। সাধারণত দোল পূর্ণিমায় ন্যাড়াপোড়ার পরের দিন বজরংবালীর মূর্তি তৈরি করে স্থানীয় মন্দির কিংবা অস্থায়ী প্যান্ডেলে বিশেষত অল্প বয়সী যুবকদের দ্বারা পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র উচ্চরণের মাধ্যমে বজরংবলীর পূজা করে থাকেন। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ড প্রমদ কলোনি, আমাই পাড়া, নেহালিয়াপাড়া, সৌদুগঞ্জ, বাগডহারা, সদরঘাট ইত্যাদি অসংখ্য জায়গায় বজরংবালির পূজা হয়। নেহালিয়া পাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ দাস, সুমন বৈদ্য মত প্রকাশ করেন যে দোল পূর্ণিমায় বজরংবালি বা হনুমান পূজার প্রচলনের কারণ হিসেবে ধর্মীয় সংহতিকে জাগ্রত করা এবং সকলে একত্রিত হয়ে আনন্দ উৎসবে শামিল হওয়ার অবসর হিসেবে দোল পূর্ণিমায় বজরংবালির পূজা আরম্ভ করেছে বিগত কয়েক বছর ধরে।

চিত্র নং-১, প্রমোদ কলোনীর বজরংবালীর পূজা।

চিত্র নং-২, নেহালিয়াপাড়ার হনুমান পূজা।

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদর শহরে দোল পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষের কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মোৎসব উদযাপন সমিতি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙ্গা শাখার অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপানন্দ মহারাজ জানান কিছুদিন আগে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দলমত নির্বিশেষে লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন আশ্রম, মঠ ও মন্দিরের সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহিণী সমবেত হয়েছিল, এই দৃষ্টান্ত সারা

ভারতবর্ষে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। তাই দোল পূর্ণিমায় মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে পঞ্চাশ হাজার মানুষের কণ্ঠে গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে এই গীতা পাঠের বিষয়টি বিগত দুই বছর আগে মায়াপুর ইসকনের জগদ্ধাএয় মহারাজের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়, এছাড়া বীরভূমেও গীতা পাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। দোল পূর্ণিমা তে মহাপ্রভুর জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে এই আয়োজন এবং গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে নৈতিকতার শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রসারিত করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী গীতা মানবজাতির সমস্ত প্রশ্নের উত্তর, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে মানব জাতির কল্যাণে নিয়োজিত শ্রীমৎ ভগবত গীতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রীমৎ ভগবত গীতাই পারে মানুষের বিশৃংখল জীবন যাপনকে শৃংখলায়িত করতে এমন মত প্রকাশ করেন। ২০২৪ সালের ২৪ মার্চ দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল ৯ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সাধু ও সন্ন্যাসীদের শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং দুই হাতে ফুল দিয়ে সাজানো থালাকে নাচিয়ে এবং গো মাতাকে গাঁদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে আবির কপালে দিয়ে গঙ্গাজল ছড়িয়ে প্রণাম করে এবং আগত ভক্তবৃন্দরা গো মাতার নামে জয়ের ধনী দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়ায়। তারপর চলে আরতী পর্ব আরতী পর্ব শেষে ভগবত গীতার মাহাত্ম্য আলোচনা করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

চিত্র নং-৩, গীতা পাঠের প্রারম্ভিক পর্ব।

চিত্র নং-৪, আগত ভক্তবৃন্দের গীতা পাঠ।

মুর্শিদাবাদ জেলার দোল পূর্ণিমায় মতিঝিলের পূর্বপাড়ে শ্রীপাঠ কুমোর পাড়ার শ্রী-শ্রী রাধা মাধব মন্দিরে নেড়াপোড়া, হরিনাম সংকীর্তন এবং আগত সাধু গুরু বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দদের মহা প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া লালবাগ মহকুমার সবজি কাটরা এবং দুব্রাখালী গ্রামে শ্রীমৎ ভগবত গীতা পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াগঞ্জ শহরে গোবিন্দ বাড়ির রাধা মাধব মন্দিরেও নেড়াপোড়া, প্রদীপ প্রজ্জলন, রঙ ও আবিরের স্পর্শে দোল পূর্ণিমা মুখরিত হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলায় অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পারিবারিক পূজার মধ্য দিয়ে দোল পূর্ণিমা উদযাপন করেন।

চিত্র নং-৫ ও ৬, শ্রীপাঠ কুমোর পাড়ার শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানীর বিগ্রহ, দোল পূর্ণিমার নাম- সংকীর্তন।

দোল পূর্ণিমায় লৌকিক দেবী শীতলাময়ের পুজোর দৃষ্টান্ত ও মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে লক্ষ্য করা যায়। আন্দুলিয়া গ্রামের শীতলা মায়ের পুজো সারা বছর ধরে স্থানীয় মানুষদের দ্বারা হয়ে থাকলেও দোল পূর্ণিমায় শীতলা দেবীর বাৎসরিক পুজো ও মেলা, হরিনাম সংকীর্তন, প্রভাত ফেরী ও অন্যান্য বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলাদা মাত্রা বহন করে। রাঢ় মুর্শিদাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মহকুমা হল কান্দি, আর কান্দি মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম হল আন্দুলিয়া। গ্রামটির চারপাশে তালগাছ, নারকেল গাছ, বাবলা গাছে ভরা। গ্রামের শেষ প্রান্তে বয়ে গেছে একটি নদী, গ্রামের মানুষ আদর করে নাম রেখেছে বেলে নদী, আর এই নদীর পাশেই রয়েছে বহু প্রাচীন তেতুল গাছের তলায় শীতলা দেবীর থান।

চিত্র নং-৭ ও ৮, কান্দির আন্দুলিয়ার দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে উপলক্ষে শীতলা পূজা ও প্রভাত ফেরি।

আন্দুলিয়া গ্রামের অসংখ্য মহিলা সারা বছর ধরে তেঁতুল গাছের তলায় মা শীতলার নৃত্য পূজা করে, তবে দোল পূর্ণিমায় চার দিনব্যাপী পূজা সহ নানাবিধ অনুষ্ঠান হয়। আন্দুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা দীপ্তি রানী মন্ডল মত প্রকাশ করেন যে প্রতিবছর দোল পূর্ণিমায় শীতলা মায়ের পুজো শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে করে থাকেন। পুজোর আগে থেকে নিরামিষ আহার করতে হয়, পুজোর দিন নদী কিংবা পুকুরে স্নান করে সূচিবস্ত্র পরিধান করে ডালা সাজিয়ে শীতলা তলায় উপস্থিত হন এবং পুরোহিত মহাশয়ের মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ও নৈবেদ্য অর্পণ ও চরনামৃত পান করে পুজো করেন এবং উপবাস ভঙ্গ করেন। তিনি আরো জানান রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি ও মনস্কামনা পূরণের জন্য অনেকেই শীতলা মায়ের পূজো করে থাকেন। আন্দুলিয়া গ্রামের আরেক বাসিন্দা প্রভাকর সরকারের মতে দোল পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে শীতলতলায় চার দিনব্যাপী মেলা হয়, যেখানে অসংখ্য মানুষ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে আসেন মায়ের পুজো দেন এবং বাউল গান, হরিনাম সংকীর্তন, লীলা কীর্তন ও বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি অনুষ্ঠান হয়। দোল পূর্ণিমার প্রভাতে গ্রামের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে প্রভাত ফেরী করে, সাথে ঢোল করতাল নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন যেমন হয় তেমনি ব্যান্ড পার্টি বাজনা সকলকে আকর্ষিত করে। অনেকে আবার সংসাজে ও সামাজিক যাত্রাপালাও অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি মেলায় বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান বসে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্য সামগ্রী মেলাতে পাওয়া যায়। পরিশেষে নরনারায়ন সেবার বিশাল আয়োজন হয় এবং অসংখ্য মানুষ মা শীতলা দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষও শীতলা মায়ের মেলাতে আসেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন যা হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য ও বোঝাপড়াকে মজবুত করে।

দোল উৎসব ও সমসাময়িক সমাজ কাঠামোর সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পারস্পরিকতার বিবিধ ক্ষেত্র:

মুর্শিদাবাদ জেলার হোলি বা দোলযাত্রার ধর্মীয় মোড়কের আবরণের রঙকে অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। কিন্তু ধর্মীয় প্রভাব বা তাৎপর্যের বাইরে এই জেলার অসংখ্য মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ ক্ষেত্রগুলি দোল বা হোলি উৎসব দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। হোলি বা দোল উৎসবের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বা Institutionalization প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিশেষত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিত্য ও সংগীতের তালিম প্রদানকারী ছোট-ছোট প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন অসংখ্য প্রতিষ্টানে হোলি বা দোল উৎসবের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে কিন্টার গার্ডেন থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণীর পাঠদানকারী বিদ্যালয়গুলিতে ও দোল উৎসব উদযাপন করা হয়, বিভিন্ন ধরনের রঙ বা আবির্ মেখে নৃত্য কিংবা সংগীত পরিবেশন এর মাধ্যমে। মজার বিষয় হল দোল বা হোলি তখন 'বসন্ত উৎসবে' পরিণত হয়। আর হোলি বা দোল যখন উৎসবে পরিণত হয় তখন ধর্মের রং ফিকে হতে থাকে যা Secularization বা ধর্মনিরপেক্ষ করন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে। কারণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করে না। সেখানে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর অন্তর্গত ছেলেমেয়েরাও পড়াশোনা করে, তাই সকলেই বসন্ত উৎসবে সম্মিলিত হয়।। ছোটদের বিদ্যালয় গুলিতে বসন্ত উৎসব উদযাপনের নির্দেশ নামায় জানিয়ে দেওয়া হয় যে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে আপনার পুত্র বা কন্যাকে শাড়ি বা পাঞ্জাবি (নির্দিষ্ট রঙের হতে হবে) পরিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে হাজির করাবেন। স্কুলের এই ফরমানকে কোন মুসলিম বা অন্য ধর্মালম্বী পরিবারের অভিভাবকরাও অগ্রাহ্য করতে পারেন না বরং সেই ফরমানকে সহজেই মেনে নেয়। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় গুলিতেও ঘটা করে বসন্ত উৎসব উদযাপন করা হয়।

চিত্র নং-৯ ও ১০, আলো মডেল পাবলিক স্কুলের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

হোলি, দোল কিংবা বসন্ত উৎসবের সাথে রাজনীতিকরনের প্রসঙ্গকেও এড়িয়ে যাওয়া যায় না, কারণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মতো করে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। সেখানে নিজেদের দলের সাংসদ, বিধায়ক থেকে বিভিন্ন স্তরের নেতা ও নেতৃত্ববর্গ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন সঙ্গীত, নিত্যসহ নিজেদের পছন্দমত রঙে বসন্ত উৎসব উদযাপন করে থাকেন। বসন্ত উৎসব বা হোলি কিংবা দোলযাত্রাকে কেন্দ্র করে সরকারি ছুটিও ঘোষণা করা হয়।

চিত্র নং-১১ ও ১২, জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ পৌরসভার উদ্যোগে পরিচালিত বসন্ত উৎসব।

দোলযাত্রা বা বসন্ত উৎসবের সাথে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্পর্ককেও ছোট করে দেখা যায় না, কারণ বসন্ত উৎসব কে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজারে মুদি কিংবা দশকর্মার দোকানগুলিতে বিভিন্ন ধরনের রঙ, আবীর, মুখোশের পসরা বসানো হয়। কোথাও আবার হোলি উপলক্ষে বিশেষ স্টল দেওয়া হয়, যেখানে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরনের রঙ, আবীর, বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে প্লাস্টিকের পিচকারির বিশাল সম্ভার থাকে। বেচাকেনা মন্দ হয় না, যা অন্যান্য দিনের বাজারের
বেচাকেনাকে ছাড়িয়ে যায়।

চিত্র নং-১৩ ও ১৪, জিয়াগঞ্জের দশকর্মার দোকানে রঙ ও আবিরের সম্ভার এবং বসন্ত উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ধরনের ইভেন্টের বিজ্ঞাপন।

স্থানীয় বাজারে কেবলমাত্র রঙ, আবির বা বিভিন্ন ধরনের মুখোশের বেচাকেনা হয় না পাশাপাশি কাপড়ের দোকানগুলিতে মেয়েদের বিশেষ-বিশেষ রঙের শাড়ি, ছেলেদের রঙবাহারি পাঞ্জাবির চাহিদাও থাকে তুঙ্গে। মিষ্টির দোকানগুলিতেও নানা ধরনের মিষ্টর মজুদ রাখে, কারণ মিষ্টির দোকানদার বা ব্যবসায়ীরা জানে যে হোলি বা দোল উপলক্ষে মিষ্টির বেচাকেনা অন্যদিনের থেকে বেশি হবে। মাংসের দোকান এমনকি অ্যালকোহল বিক্রিকারী দোকানগুলিতেও খদ্দেরের লম্বা লাইন বেশ চোখে পড়ার মতো। হোলি বা বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে বর্তমানে জনপ্রিয় অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম যেমন Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, Snapdeal, Jiomart- গুলিতে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়, নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ওপর।

দোল উৎসব ও সাহিত্য চলচ্চিত্রের প্রেক্ষিত: চলচ্চিত্র, সিনেমা, সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য রচনাও দীর্ঘ সময় ধরে প্রভাবিত হয়ে আসছে দোল বা বসন্ত উৎসব দ্বারা। বাংলা সিনেমা গুলির মধ্যে তরুণ মজুমদারের বালিকাবধূ, দাদারকীর্তি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তরুণ মজুমদারের পরিচালিত গণদেবতা, সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত পথের পাঁচালী, দিনেন গুপ্তের পরিচালনায় বসন্ত বিলাপ, উত্তম কুমার ও শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত অমানুষ, প্রমোথেস বড়ুয়ার মুক্তি, অর্পনা সেন অভিনীত একান্ত আপন ইত্যাদি অসংখ্য বাংলা সিনেমায় দোল বা বসন্ত উৎসবের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বাংলা সিনেমা নির্মাতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ও বর্তমানেও আছে। দোল বা বসন্ত উৎসব কেবলমাত্র বাঙ্গালীদের উৎসব নয় তাই অসংখ্য হিন্দি সিনেমাগুলিতেও দোল বা বসন্ত উৎসবের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার যেমন আশির দশকে যশ চোপড়া পরিচালিত এবং অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়ি, রেখা, শশী কাপুর অভিনীত সিলসিলা, বলিউডের ইতিহাসে আইকনিক সিনেমা রমেশ সিপ্পি পরিচালিত শোলে, শাহরুখ খানের অভিনীত মোহাব্বাতে, অমিতাভ বচ্চন এবং হেমা মালানি অভিনীত বাগনান, ইয়ে জওয়ানি হে দিবানি- এরকম অসংখ্য হিন্দি সিনেমায় রঙ খেলার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে। হোলি বা দোল উৎসব কে কেন্দ্র করে অসংখ্য বাংলা গান যেমন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লাগ লাগ লাগ রঙের ভেলকি লাগ/ পরানে লেগেছে ফাগুয়া, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এবং গীতিকার সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা এবং সুধীন দাশগুপ্তের সুরে ও শ্যাম যখন তখন খেলোনা খেলা এমন, শ্যামল মিত্রের সুরে এবং আশা ভোঁসলে ও কিশোর কুমারের গাওয়া মনে রং না লাগলে তবে এ হোলি কেমন হোলি এরকম অসংখ্য বাংলা গানে হোলি বা দোল উৎসব কে কেন্দ্র করে কথা ও সুর সমাদৃত হয়েছে। অপরদিকে অসংখ্য হিন্দি গান যেমন পণ্ডিত শিব কুমার শর্মা ও হরপ্রসাদ চৌরাগিয়া গাওয়া রঙ বারশে গি ভিগি চুনারবালি রাঙ্গ বারসে, কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকারের গাওয়া হোলি কে দিন দিল্ খিল খিল যায়ে, বিশাল দাদলানির গাওয়া বালাম পিচকারি যো তুনে মুঝে মারি সিধিসাধি জোড়ি সারাবি হোগায়ি, কিশোর কুমার ও লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া আজ না ছোড়েঙ্গে তুঝে দামদামাদম ইত্যাদি অসংখ্য গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্র সংগীতের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলে অসংখ্য গান দোল বা বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য ফুটে ওঠে যার নির্মাতা স্বয়ং রবি ঠাকুর যেমন ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল, নীল দিগন্তে ওই, বসন্ত এসে গেছে, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে বসন্ত বর্ণনা করা হয়েছে বিচিত্র রঙে রূপে ও ঢঙে। কোন-কোন সাহিত্যিক বসন্তকে বর্ণনা করেছেন বিচ্ছেদের ঋতু হিসেবে। কেউ বলেছেন বসন্ত প্রকৃতির রানী। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প সমস্ত ক্ষেত্রেই বসন্তের রূপ, রঙ, রস, প্রেম মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে। বাংলা ভাষার কবিতায় বসন্তের আগমন বার্তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মধু যুগের বাঙালি কবি আলাওলের কবিতায়। আলাওল কাব্যে বসন্তকে বর্ণনা করা হয়েছে কামের ঋতু হিসেবে। কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠেও বসন্ত বর্ণনার প্রেক্ষিত উঠে আসে, তিনি লিখেছেন বসন্ত এলো এলো এলো রে/ পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহুরে/ মুহু মুহু কুহু কুহু টানে, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিম বাবু লিখেছেন কোকিলের ডাক শুনিলে কতকগুলি বিশ্রী কথা মনে পড়ে, কি যেন হারাইয়াছি, যেন তাই হারাইয়া যাওয়াতে জীবন সর্বস্ব আসাড় হইয়াছে, যেন তাহা আর পাইবো না, যেন কি নাই, কেন যেন নাই, কি যেন হইল না, কি যেন পাইবো না, কোথায় যেন রত হইয়াছি। বাংলার

বসন্ত কখনো উৎসবে, কখনো পার্বণে, কখনো বিচ্ছেদ বা কখনো বিষাদের আবার কখনো সংগ্রামের, স্বপ্নের তাই বসন্তকে উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন।

দোল উৎসব ও নিউ মিডিয়ার প্রেক্ষিত: দোল বা বসন্ত উৎসব সম্পর্কে জি বাংলা, স্টার জলসা কিংবা অন্যান্য টিভি চ্যানেলগুলিতে যে ধারাবাহিক সিরিয়ালগুলি হয় তার কোন পর্ব বসন্ত উৎসব বা দোলকে উপলক্ষ করে অভিনয়ের বিভিন্ন বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত সিরিয়ালগুলি বাঙালির অধিকাংশ পরিবারের সদস্যদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কার্টুন নেটওয়ার্কের দৃষ্টান্তও দোল উৎসবের প্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করতে পারেনি, যেমন সনি আটে সম্প্রচারিত গোপাল ভাড় নামক কার্টুন অভিনয়ে দোলযাত্রা বা বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তার সভাসদদের নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা এবং মন্ত্রীর কুমন্ত্রনা ও গোপাল ভাঁড়কে ছোট করার পরিকল্পনায়, গোপালের বুদ্ধিমত্তা ও তার নাতি নাতনির সহযোগিতায় মন্ত্রীর পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিয়ে সকল সভাসদসহ গ্রামের অসংখ্য মানুষ একসাথে রঙ খেলায় মেতে ওঠার মত দৃষ্টান্ত ছোট থেকে বড় প্রায় সকলকেই মুগ্ধ করে। বসন্ত উৎসবের সাথে বর্তমান জনপ্রিয় নিউ মিডিয়ার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, যেখানে ফেসবুক বা ইউটিউবের content creator- রা বসন্ত উৎসবকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন ধরনের ছবি বা ভিডিও পোস্ট করে থাকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত বসন্ত উৎসবের বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন দোকানে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিশেষ ছাড় সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ও ক্ষনিকের মধ্যে সামাজিক গণমাধ্যম গুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সামাজিক গণমাধ্যম গুলিতে ব্যক্তিগত স্তরে কিংবা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বসন্ত উৎসবের শুভেচ্ছা বার্তা বিনিময় হয়। জনপ্রিয় প্রিন্ট মিডিয়াগুলিও পিছনে থাকে না তারা দোল বা বসন্ত উৎসব কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক বিবরণ ও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করে থাকে।

শেষের কথা: পরিশেষে দোল বা বসন্ত উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য অন্বেষণ করলে দেখা যায় এটি ধর্মীয় একটি উৎসব বা পার্বণ থেকে সময়ের আবর্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়েছে, পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় আদর্শের চিরাচরিত গন্ডিকে অতিক্রম করে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বসন্ত উৎসবের আনন্দ মুখরিত ক্ষণের সাক্ষী হওয়ার সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দোল বা বসন্ত উৎসব এক পৃথক মাত্রা বহন করে, যেখানে পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী এই দিনটিকে উদযাপন করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা থাকে। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে দূরে সরে এসে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের সাথে মিলিত হওয়ার অবসর তৈরি হয়। এই দিনটিতে অসংখ্য পরিবারের রন্ধনশালায় অন্যদিনের থেকে বাড়তি কিছু আয়োজন হয়, তেমনি পরিবারের অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরও কিছুটা বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়, বন্ধুদের সাথে রঙ খেলতে ও দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা বাড়ির বাইরে কাটাতে। সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে নিজস্ব সম্প্রদায়গত আচার অনুষ্ঠানগুলি ও মুখর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দোল একটি অনার্য সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে আদিম উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক ও প্রজনন কেন্দ্রিক সুপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তির একটি মাধ্যম থেকে আর্য সংস্কৃতির রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও বিরহের আনন্দ মুখরিত ক্ষণকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দোলযাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। আবার সময়ের আবর্তে দোলযাত্রা বসন্ত উৎসবে পর্যভূষিত হয়েছে। উৎসব শব্দবন্ধটির মধ্যে যে রূপক রয়েছে তা ধর্মীয় ভাবধারাকে যেন কিছুটা মলিন করে দেয়, যার ফলে বহু মানুষের জীবনযাত্রায় ক্ষণিকের জন্য আনন্দ উৎসবে শামিল হওয়ার অবকাশ থাকে। এপ্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন ঋতুকে উদযাপন করার অবসর হিসেবে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯২৫ সালে 'ঋতুরঙ্গ উৎসব' পরিবর্তিত

হয় শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত 'বসন্ত উৎসব' নামে যা বর্তমান সময়েও বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবে শামিল হয়। মূলত এই প্রসঙ্গটি দোল বা হোলিকে বসন্ত উৎসবে পর্যভূষিত করতে এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী তার বিস্তারে এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিশেষে বলা যায় বাঙালি সংস্কৃতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন পার্বন বা উৎসব গুলির মধ্যে দোল বা বসন্ত উৎসবের নানান বৈচিত্র যেমন রয়েছে তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র দিকগুলিকে বর্তমান সময়েও গভীরভাবে প্রভাবিত করছে যা অন্যান্য পার্বণ বা উৎসব গুলি থেকে দোল বা বসন্ত উৎসবকে আলাদা মাত্রা ও পরিচিতি প্রদান করেছে, অসংখ্য মানুষের মধ্যে বর্তমান আধুনিক সমাজ জীবনে তা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

তথ্যসূত্র:

1) ঘোষ, বিনয় (২০২২). পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি. দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ, বিধান সারণি, কলকাতা
2) চক্রবর্তী, বরুন কুমার (১৯৮৪). লোক উৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ.
3) চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (১৯৯৮). লোকায়ত দর্শন.
4) নির্মলানন্দ, স্বামী (১৯৮৭). বারো মাসে তেরো পার্বণ: কি ও কেন, কলকাতা.
5) ভৌমিক, দেবাশীষ (২০২০). বাংলার দেবদেবী ও পূজা পার্বণ পৌরাণিক উৎসব ও লোকভাবনা. পুনশ্চ প্রকাশনী, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কোলকাতা.
6) মুখোপাধ্যায়, সুনীত কুমার (১৯৯৭). মেলা উৎসবের দর্পণে বাংলা লোকসাহিত্য, কলকাতা.
7) মিএ, অশোক (১৯৮৩). পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা
8) সেনগুপ্ত, পল্লব (২০০১). পূজা পার্বণের উৎসকথা . পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনীয়াটোলা লেন কলকাতা.
9) সিংহ, পুলকেন্দু (২০২০). লোকায়ত মুর্শিদাবাদ. দোসর প্রকাশনী, কলকাতা.
10) Bhatti, H.S (2000). Folk Religion: Change and Continuity. Rawat Publication. Jaipur and New Delhi.
11) Bal, J. Van (1971). Symbols for Communication: An Introduction to the Anthropological Study of Religion, Van Gorcum and Company, The Netherlands.
12) Durkheim, Emile (1995). The Elementary Forms of Religious Life. Trans. By Karen E. Fields. New York, The Free Press.
13) Nicholas, Ralph W. (2003). Fruits of Worship: Practical Religion in Bengal, New Delhi: Chronicle Books.
14) Nicholas, Ralph W. (2016). Thirteen Festivals: A Rituals Year in Bengal. Orient BlackSwan Private Limited, New Delhi.
15) Sardella. Ferdinando and Ruby Sain (2013). The Sociology of Religion in India: Past Present and Future. Abhijeet Publications, New Delhi.